মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি/মাপ্রসবিকা/কমিঃসভা/২/(অংশ-১)/২০০৮-১৬১

তারিখ ঃ ৩১ ভাদ্র ১৪১৬ / ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

সরকার দেশের বালু মহাল ইজারা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন, আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষা, বালু মহাল ইজারার একক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির স্বার্থে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি/বিধান সংশোধনের প্রস্তাবনাসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করলো ঃ

১।	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
৩।	সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	সদস্য
৭।	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৮।	যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

২। উপরোক্ত কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে ঃ

(ক) কমিটিকে বালুমহাল ইজারার একক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণপূর্বক উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বালুমহাল ইজারার জন্য সংশোধিতব্য আইন, বিধির খসড়া প্রস্তুত করতে হবে।

(খ) কমিটিকে The Mines & Minerals Rules, 1968 এবং খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ এর আওতায় বালু পাথর ইত্যাদির সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখে সেই মোতাবেক আইনের সংশ্লিষ্টধারা সংশোধনের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।

(গ) বালি পাথর ইজারার কারণে ইচ্ছাকৃত বা যোগসাজশে সরকারি রাজস্ব ক্ষতিকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধানের প্রস্তাব রাখা যেতে পারে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজন বোধে যে কোন ব্যক্তিকে কো-অপট করতে পারবে।

(ঙ) কমিটিকে প্রথম সভার ৩ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
এম আবদুল আজিজ এনডিসি
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নং-মপবি/মাপ্রসবিকা/কমিঃসভা/২/(অংশ-১)/ ২০০৮-১৬১/১(১২)

তারিখ ঃ ৩১ ভাদ্র ১৪১৬ / ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হ'ল (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৪। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৮। যুগ্মসচিব (কমিটি ও উন্নয়ন/জেলা ও মাঠ প্রশাসন/মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট/প্রশাসন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৯। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যা হিসেবে মুদ্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হ'ল।

(মালিহা নার্গিস)
উপসচিব (মাপ্রসবিকা)
ফোন ঃ ৯৫৫১১০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি/মাপ্রসবিকা/দুর্যোগ/১৫/(অংশ-১)/২০০৮-২০০

তারিখ ঃ ১৫ কার্তিক ১৪১৫ / ৩০ অক্টোবর ২০০৮

প্রজ্ঞাপন

খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার সাম্প্রতিক জলাবদ্ধতার সংকট সমাধানের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক করণীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো ঃ -

(ক) কমিটির গঠন ঃ

(১) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা	আহবায়ক
(২) জি.ও.সি, ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের প্রতিনিধি (অনধিক তিনজন)	সদস্য
(৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাউবো, যশোর	সদস্য
(৪) তত্ত্বাবধায়ক পৌকশলী, পাউবো, খুলনা	সদস্য
(৫) জেলা প্রশাসক, যশোর	সদস্য
(৬) জেলা প্রশাসক, খুলনা	সদস্য
(৭) জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা	সদস্য
(৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, খুলনা/যশোর/সাতক্ষীর	সদস্য
(৯) নির্বাহী প্রকৌশলী,এলজিইডি, খুলনা/যশোর/সাতক্ষীরা	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) কপোতাক্ষ নদী থেকে সৃষ্ট খালগুলো/নিষ্কাশনের পথগুলো, আন্তঃসংযোগ খাল এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এবং নিষ্কাশনের প্রতিবন্ধকতাগুলো অনতিবিলম্বে চিহ্নিত করে প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে তথ্য সংগ্রহ।

(২) উপরোক্ত খাল/নিষ্কাশনের পথগুলো অবৈধ ব্যবহার থেকে মুক্ত করার সুপারিশ প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড ও এল.জি.ই.ডি-কে নির্দেশনা প্রদান করবে।

২। উলেখ্য, উপরোক্ত কমিটিতে এলাকার জনপ্রতিনিধি ও অন্য কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করা যেতে পারে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(আলী ইমাম মজুমদার)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

কার্যার্থে ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশন, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৩। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। জি. ও. সি. ৫৫ পদাতিক ডিভিশন, যশোর (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৮। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।
৯। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/পাউবো/যশোর।
১০। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাউবো/খুলনা।
১১। জেলা প্রশাসক, খুলনা/যশোর/সাতক্ষীরা।
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, ----------।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসনের সমন্বয়ধর্মী ও বিশেষ কার্যাবলী অধিশাখা।
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নং-মপবি/মাপ্রসবিকা/ কৃষিঋণ/১৪/২০০৮-১৯২

তারিখ ঃ ৩০ অশ্বিন ১৪১৫ / ১৫ অক্টোবর ২০০৮

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ জেলা কৃষিঋণ কমিটির কার্যক্রম অর্থবহ করার জন্য এর কার্যপরিধি (Terms of Reference) পুনঃনির্ধারণ।

সূত্রঃ ১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/জেপ্রঃ-২/১(১০/৯৯-৩১৭)(৮০০), তারিখঃ ১৯-১০-১৯৯৯
২। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং- ডি.ও.নং গ-০৩/২০০৮-০৭, তারিখঃ ৩০-০৯-২০০৮

বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষিঋণ যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। কৃষি উৎপাদনের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার কৃষিঋণ প্রদানের সকল পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা আরো জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সূত্রে বর্ণিত ১নং স্মারকে গঠিত জেলা কৃষিঋণ কমিটির কার্যপরিধি (Terms of Reference) নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

(ক) কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ, Area Approach পদ্ধতি যথাযথভাবে ব্যাংকগুলো অনুসরণ করছে কিনা তা সভায় পর্যালোচনা করা।

(খ) কৃষিকাজে ভাল বীজ ও সার সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পর্যায়ের সংশিষ্ট কর্মকর্তাসহ জেলা ও উপজেলা কৃষিঋণ কমিটির সভাপতির সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

(গ) কৃষকগণ যাতে বিনা হয়রানিতে ঋণ পেতে পারেন সেজন্য খাতভিত্তিক কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঘ) ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিশ্চিত করা এবং আশানুরূপ ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচেষ্টা যথাযথ হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পর্যালোচনা করা।

(ঙ) উপজেলা ও ইউনিয়ন কৃষিঋণ কমিটির মাসিক সভার কার্যবিবরণী জেলা কৃষিঋণ কমিটিতে পর্যালোচনার উপর গুরুত্বারোপ করা।

(চ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত কৃষিঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা ও অন্যান্য বিষয়াদি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের অবহিত করার লক্ষ্যে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

(ছ) সংশিষ্ট জেলা কৃষিঋণ কমিটির সদস্য প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।

(জ) কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারে।

২। উলেখ্য, সূত্রে বর্ণিত ১নং স্মারকে গঠিত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির গঠন এবং উপজেলা, ইউনিয়ন কমিটির কার্যপরিধি (Terms of Reference) অপরিবর্তিত থাকবে।

(মোঃ মশিউর রহমান)
যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৪১

বিতরণঃ কার্যার্থে।

১। জেলা প্রশাসক (সকল)।
২। আঞ্চলিক পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,----------।
৩। উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সকল জেলা)।
৪। রিজিওনাল ম্যানেজার----------ব্যাংক----------জেলা।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

জ্ঞাতার্থেঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট।
৬। চেয়ারম্যান, বি,এ, ডি, সি।
৭। মহা-পরিচালক, এনজিও ব্যুরো।
৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ও কৃষি ব্যাংক।
৯। মহা- পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, খামার বাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
১০। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১১। নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসনের সমন্বয়ধর্মী ও বিশেষ কার্যাবলী অধিশাখা।
www.cabinet.gov.bd

পরিপত্র

স্মারক নং-মপবি/মাপ্রসবিকা/দুর্যোগ/৫(অংশ)/০৭-৫৯, তারিখঃ ০৪ চৈত্র ১৪১৪/১৮ মার্চ ২০০৮

উপদেষ্টা পরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ ও স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্টগণের ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা/উপজেলা সফরের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত নোট/প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে মর্মে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মতে বর্ণিত নোট/প্রতিবেদনের প্রযোজ্য অংশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে সরাসরি প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(এ, বি এম নাসিরুল আলম)
উপসচিব (মাপ্রসবিকা)
ফোন ঃ ৯৫৫১১০৭

বিতরণ ঃ

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

২। মাননীয় উপদেষ্টা/স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট-এর একান্ত সচিব/সহকারী একান্ত সচিব ।
.....

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (মন্ত্রিসভা বৈঠক), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ,১১ অগ্রহায়ণ ১৪১৪/২৫ নভেম্বর ২০০৭

নং মপবি/মপ্রসবিকা/দুর্যোগ-৭/২০০৪-২৮৯-গত ১৫ই নভেম্বর ২০০৭ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর দিয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় সিডর এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রাণ ও পূর্ণবাসন সামগ্রী বিতরণ এবং সে অঞ্চলের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং বেসরকারি সংগঠন বা সংস্থার কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয় বিধানের নিমিত্তে সরকার নিম্নরূপ একটি সমন্বয় সেল গঠন করলঃ

প্রধান সমন্বয়কারী

(১) মেজর জেনারেল এম এ মতিন,বিপি (অবসরপ্রাপ্ত)
উপদেষ্টা, যোগাযোগ নৌ পরিবহন,বেসামরিক পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সমন্বয়কারী

(২) জি ও সি ৫৫ পদাতিক ডিভিশন

২। সমন্বয় সেলের কার্যপরিধি নিম্নরুপ হবে ঃ

(ক) জেলা/উপজেলা পর্যায়ের নিরুপিত ত্রাণ ও পুনবাসন সামগ্রীর চাহিদা এবং এজন্য প্রাপ্ত নগদ অর্থ/পণ্য বিতরণ সম্পর্ক সমন্বয় বিধান ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

(খ) উপদ্রুত অঞ্চেলের জনজীবন স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

(গ) এাণ ও পুনবাসনের জন্য সরাসরি প্রাপ্ত যেকোন সহায়তা গ্রহণ এবং বিতরণের জন্যে জেলা/উপজেলার বরাবরে উপবরাদ্দ প্রদান।

(ঘ) উপদ্রুত অঞ্চেলের ত্রাণ ও পুনবাসন কার্যক্রমের সাথে সরকার নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন বিষয়।

৩। সমন্বয় সেলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি নিম্নরুপ হবে ঃ

(ক) বরিশাল শহরের কোন সুবিধাজনক স্থানে সমন্বয় সেলের সদর দপ্তর থাকবে।

(খ) বিভাগীয় কমিশনার,বরিশাল /খুলনা এবং তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ সমন্বয় সেলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে সেলের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে যথানিয়মে দায়িত্ব পালন করবে।

(গ) এতদবিষয়ে কর্মরত সকল সামরিক/আধা সামরিক বাহিনীর কার্যক্রম এ সেলের আওতাধীন থাকবে।

(ঘ) উক্ত অঞ্চলে একাজে সংশ্লিষ্ট সকল বিদেশী সামরিক/বেসামরিক প্রতিষ্ঠান এ সেলের সাথে সমন্বয় বিধান করবে।

(ঙ) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সমন্বয় সেলকে সাচিবিক সহায়তা দিবে।

(চ) সমন্বয় সেলের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় আবশ্যকীয় বরাদ্দ দিবে।

৪। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয়/বিভাগ /জেলা/উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ ও পুনবাসন কার্যক্রম বিষয়ে জারীকৃত "দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী এ প্রজ্ঞাপনমূলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন সাপেক্ষ (Mutatis Mutandis) বলবৎ থাকবে।

৫। এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে জরীকৃত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০ নভেম্বর ,২০০৭ তারিখের মপবি/মাপ্রসবিকা/দুর্যোগ-৭/২০০৪ -২৮৫ নম্বর প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলী ইমাম মজুমদার
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা,৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

নং মপবি/মাপ্রসবিকা /দুর্যোগ-৭/২০০৪-২৮৩-ঘুর্ণিঝড়'SIDR' পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে তদারকি এবং স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা,সমাজসেবীসহ সর্বস্তরের জনগণকে উক্ত কার্যক্রমে অধিকতর সম্পৃক্ত হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে দূর্গত জেলাগুলোতে মাননীয় উপদেষ্টাদের মাঝে সরকার নিম্নরুপ দায়িত্ব বন্টন করলঃ

ক্রমিক নং	উপদেষ্টার নাম ও দপ্তর	সংশ্লিষ্ট জেলার নাম
(১)	ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন	পিরোজপুর
	আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ঝালকাঠি
	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	ভোলা
	ভূমি মন্ত্রণালয়	
	তথ্য মন্ত্রণালয়	
(২)	বেগম গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী	শরীয়তপুর
	শিল্প মন্ত্রণালয়	মাদারীপুর
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	গোপালগঞ্জ
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	ফরিদপুর
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
(৩)	জনাব আইয়ুব কাদরী	বাগেরহাট
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	খুলনা
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সাতক্ষীরা
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	
(৪)	জনাব মোঃআনোয়ারুল ইকবাল	পটুয়াখালী
	স্থানীয় সরকার ,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	বরগুনা
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	বরিশাল

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আলী ইমাম মজুমদার
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসনের সমন্বয়ধর্মী ও বিশেষ কার্যাবলী অধিশাখা।
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নং-মপবি/মাপ্রসবিকা/ দুর্যোগ/৭/২০০৪-২৮০ তারিখ ঃ ১৫ নভেম্বর ২০০৭

প্রজ্ঞাপন

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘুর্ণিঝড় " SIDR'' মোকাবেলার জন্য সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করে জেলা প্রশাসকদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করে জেলা প্রশাসকদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটি বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(এ, বি এম নাসিরুল আলম)
উপসচিব (মাপ্রসবিকা)
ফোন ঃ ৯৫৫১১০৭

বিতরণ ঃ কার্যার্থে-

১। সচিব----------মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
২। ----------।
৩। বিভাগীয় কমিশনার ----------(সকল)।
৪। জেলা প্রশাসক ----------।
৫। ----------।

মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নং-মপবি/মাপসাপ্র/১২(৩০)/০২-২০০৮/২৯৫

তারিখ ঃ ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ২০ মে ২০১০

বিষয় ঃ আগামী ১৭ জুন, ২০১০ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা(বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর বিধান অনুসরণ প্রসংগে।

আগামী ১৭ জুন, ২০১০ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনা ও সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী যাতে সততা, নিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষতার সহিত নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেন এবং এই দায়িত্ব পালনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন সেই বিষয়ে নির্বাচন সংশিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

২। এই প্রসংগে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জারীকৃত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর বিধানাবলীর প্রতি সংশিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরী এবং ৫ ধারায় শৃঙ্খলামূলক বিধানাবলী বিধৃত আছে।

৩। উলেখ্য যে, নির্বাচন কর্মকর্তাদের কোন দায়িত্ব অর্পিত হইলে সংশিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী/ ব্যক্তি নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর ২(ঘ)ধারায় বর্নিত সংজ্ঞা অনুয়ায়ী নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং তিনি উক্তরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিযুক্তির জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে কোন আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নাও থাকতে পারে। কমিশন কোন সরকারী/আধা-সরকারী দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখিতভাবে কোন তথ্য সরবরাহ , কর্মসম্পাদন ইত্যাদির জন্য কোন নির্দেশ প্রদান করলেই সেই দপ্তর/ প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী (যারা সংশিষ্ট তথ্য প্রদান ও কর্মসম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে সরকারের কর্মকর্তা /কর্মচারী এবং স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠানের যে কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী অর্ন্তভুক্ত হতে পারেন। ভোট গ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত সকল স্তরের সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাষিত সংস্থা/বেসরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা। তাই নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য, ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য সংশিষ্ট কর্মকর্তা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন এবং তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাষিত/বেসরকারী সংস্থা/অফিস/ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে সংশিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন থেকে নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরাধ করা যাচ্ছে।

(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব

বিতরণ ঃ

কার্যার্থে ঃ

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,..... .....মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
২। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যামিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ।
৮। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
৯। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।
১০। উপ-নির্বাচন কমিশনার, চট্টগ্রাম।
১১। জেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ----------(সংশিষ্ট সকল)।

জ্ঞাতার্থে ঃ

১। প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়,বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নং-মপবি/মাপসাপ্র/১২(৩০)/০২-২০০৮/২৯৪

তারিখ ঃ ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ২০ মে , ২০১০

বিষয় ঃ আগামী ১৭ জুন, ২০১০ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান প্রসংগে।

আগামী ১৭ জুন, ২০১০ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সকলের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। উল্লি-খিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশনের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জানিয়েছে যে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনার জন্য যথাক্রমে উপসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়-কে রিটার্নিং অফিসার এবং সাতজন জেলা নির্বাচন অফিসারকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র গ্রহণ/বাতিলাদেশের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ ও আপীল নিষ্পত্তির জন্য আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম-কে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। আসন্ন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশিষ্ট সকল সরকারী/ বেসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী অতীতের মত এই নির্বাচনে তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্নক সহযোগিতা প্রদান করবেন এটাই সরকারের প্রত্যাশা। নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ বিধান সম্বলিত নির্বাচনী কর্মকর্তা(বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১(১৯৯১) সনের ১৩নং আইন)এর ২ এর ঘ এবং ৪ এর ৩ ধারায় বর্ণিত বিধানানুসারে নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনী দায়িত্ব হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর চাকুরীর অতিরিক্ত হিসেবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরীরত বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকুরীরত অবস্থায় তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তিনি তাঁদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব অগ্রাধিকার পাবে।

৪। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদের বিধান, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি ৩ অনুসারে সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সংশিষ্ট সকলের কর্তব্য।

৫। এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালন করে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাঁদের অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে নির্দেশ প্রদান করতে অনুরোধ করা হল।

৬। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশ জারী করবার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ করা হল।

৭। নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে উহার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা /বিশেষ বিধান আইন ১৯৯১ এবং বিধি ৮৯ অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার পর ১৫(পনের) দিন সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতিরেকে নির্বাচনে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অন্যত্র বদলী করা যাবে না। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংশিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলী করা হতে বিরত থাকবার নির্দেশ প্রদান করা হল।

(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব

বিতরণ ঃ

কার্যার্থে ঃ

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,.....মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
২। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যামিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ।
৮। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
৯। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।
১০। উপ-নির্বাচন কমিশনার, চট্টগ্রাম।
১১। জেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ----------(সংশিষ্ট সকল)।

জ্ঞাতার্থে ঃ

১। প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়,বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নং-মপবি/মাপসাপ্র/১২(৩০)/২০০৮/১৯৬

তারিখ ঃ ১৭ চৈত্র ১৪১৬ / ৩১ মার্চ , ২০১০

পরিপত্র

বিষয় ঃ জাতীয় সংসদের শুন্য ঘোষিত আসনে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান ।

আগামী ২৪ এপ্রিল ২০১০ তারিখে জাতীয় সংসদের ১১৭ ভোলা-৩ শুন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা সকলের জাতীয় দায়িত্ব।

২। উল্লিখিত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৩। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য হতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠান হতেও প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসার নিয়োগ করা প্রয়োজন হবে। সরকারী, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যককে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা ছাড়াও নির্বাচনে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করা হতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভোটকেন্দ্র হিসেবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন হবে।

৪। তাই নির্বাচন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। অতীতেও তাঁরা নির্বাচনের কাজ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন) রয়েছে। এতে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে তিনি তাঁর উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরীরত আছেন মর্মে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তিনি তাঁদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাধান্য পাবে। তাই সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে রিটার্নিং অফিসারের যে কোন নির্দেশ জরুরী ভিত্তিতে পালন করার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন।

৫। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৬ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের একটি আবশ্যিক পালনীয় দায়িত্ব। এ ছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ই এর বিধান অনুয়ায়ী নির্বাচনী সময়সূচী জারী হওয়ার পর হতে ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ দিন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতীত কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে অন্যত্র বদলী করা যাবে না।

৬। উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের ১১৭ ভোলা-৩ শূন্য আসনের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

(১) আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালন করে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা হতে তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবিলম্বে নির্দেশ প্রদান।

(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সরকারী, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশ জারী করা ।

(৩) নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাসমূহকে তাঁদের যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বচনের কাজে জড়িত আছেন, নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদেরকে ছুটি প্রদান বা অন্যত্র বদলী করা অথবা নির্বাচনী দায়িত্ব ব্যাহত হতে পারে এমন কোন দায়িত্ব প্রদান হতে বিরত থাকা।

৭। বর্ণিত অবস্থায়, উপরোল্লিখিত নির্দেশনা জারীসহ আনুষাঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সর্বাত্নক সহায়তা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ ঃ

কার্যার্থে ঃ

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,.....মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
২। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা।
৩। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল।
৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যামিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। জেলা প্রশাসক, ভোলা।
৮। পুলিশ সুপার, ভোলা।
৯। সহকারী নির্বাচন কমিশনার, বরিশাল ও রিটার্নিং অফিসার।
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তজুমদ্দিন/ লালমোহন, ভোলা।
১১। জেলা নির্বাচন অফিসার, ভোলা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
১২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তজুমদ্দিন ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ।
১৩। উপজেলা নির্বাচন আফিসার, লালমোহন, ভোলা।

জ্ঞাতার্থে ঃ

১। প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়,বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন অধিশাখা
www.cabinet.bd

স্মারক নং-মপবি/মাপসাপ্র/১২(৩০)/২০০৮/১৯৭

তারিখ ঃ ১৭ চৈত্র ১৪১৬ / ৩১ মার্চ , ২০১০

পরিপত্র

বিষয় ঃ জাতীয় সংসদের শুন্য ঘোষিত আসনে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর বিধান অনুসরণ প্রসঙ্গে।

আগামী ২৪ এপ্রিল ২০১০ তারিখে জাতীয় সংসদের ১১৭ ভোলা-৩ নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উল্লিখিত শুন্য আসনের নির্বাচন পরিচালনা ও সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী যাতে সততা, নিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষতার সাথে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করে এবং উক্ত দায়িত্ব পালনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করে সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

২। এ প্রসংগে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর বিধানাবলীর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরী এবং ৫ ধারায় শৃঙ্খলামূলক বিধানাবলী বিধৃত আছে।

৩। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব বর্তালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী/শিক্ষক বা যে কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান)আইন, ১৯৯১ এর ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং তিনি উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। এরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিযুক্তির জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে কোন আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নাও থাকতে পারে। কমিশন কোন সরকারী/ আধা-সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস/ প্রতিষ্ঠান এমনকি বেসরকারী অফিস/ প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখিতভাবে কোন তথ্য সরবরাহ, কর্মসম্পাদন ইত্যাদির জন্য কোন নির্দেশ প্রদান করলেই সে অফিস/ প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারী (যারা সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ও কর্মসম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস/ প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠানের/কর্মকর্তা/কর্মচারী/ শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। ভোটগ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত সকল স্তরের সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী অফিস/ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারী/শিক্ষক/ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য, ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য অসদাচরণের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৪। বর্ণিত অবস্থার আলোকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস/বেসরকারী অফিস/ প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারী/শিক্ষকগণকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সজাগ থেকে অর্পিত নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ ঃ

কার্যার্থে ঃ

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,.....মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল।
৪। উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বরিশাল।
৫। জেলা প্রশাসক, ভোলা।
৬। পুলিশ সুপার, ভোলা।
৭। সহকারী নির্বাচন কমিশনার, বরিশাল ও রিটার্নিং অফিসার।
৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তজুমদ্দিন/ লালমোহন, ভোলা।
৯। জেলা নির্বাচন অফিসার, ভোলা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তজুমদ্দিন ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ।
১১। উপজেলা নির্বাচন আফিসার, লালমোহন, ভোলা।

জ্ঞাতার্থে ঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন অধিশাখা

স্মারক নং-মপবি/ মাপসাপ্র/১২(৩২)২০০৮/ ১২১

তারিখ ঃ ০১ চৈত্র ১৪১৫ / ১৫ মার্চ ২০০৯

পরিপত্র

বিষয় ঃ জাতীয় সংসদের শুন্য ঘোষিত আসনে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১এর বিধান অনুসরণ প্রসংগে।

আগামী ০২ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে জাতীয় সংসদের ২১ রংপুর-৩, ২৪ রংপুর-৬, ২৬ কুড়িগ্রাম-২, ৪১ বগুড়া-৬, ৪২ বগুড়া-৭, ৯৫ বাগেরহাট-১ এবং ১৬৭ কিশোরগঞ্জ-৬ নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উল্লিখিত শুন্য আসনের নির্বাচন পরিচালনা ও সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী যাতে সততা, নিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষতার সাথে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করে এবং উক্ত দায়িত্ব পালনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করে সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করে।

২। এ প্রসংগে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা(বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১এর বিধানাবলীর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরী এবং ৫ ধারায় শৃঙ্খলামূলক বিধানাবলী বিধৃত আছে।

৩। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব বর্তালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী/ শিক্ষক বা যে কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান)আইন, ১৯৯১ এর (ঘ) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং তিনি উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। এইরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিযুক্তির জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে কোন আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নাও থাকতে পারে। কমিশন কোন সরকারী , আধাসরকারী , স্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান এমনকি বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠানে কাছে লিখিতভাবে কোন তথ্য সরবরাহ, কর্মসম্পাদন ইত্যাদির জন্য কোন র্নিদেশ প্রদান করলেই সেই অফিস/ প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারী (যারা সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ও কর্মসম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত অফিস/ প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী/শিক্ষক অর্ন্তভুক্ত হতে পারেন। ভোট গ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত সকল স্তরের সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী/শিক্ষক/ব্যাক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য, ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য অসদাচরণের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা যাবে এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। বর্ণিত অবস্থার আলোকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত , আধাস্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী/শিক্ষকগণকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সজাগ থেকে অর্পিত নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-
তাং- ১৫.০৩.২০০৯
(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

২০—

স্মারক নং-মপবি/ মাপসাপ্র/১২(৩২)২০০৮/ ১২১ (৩৮৯)

তারিখ ঃ ০১ চৈত্র ১৪১৫ / ১৫ মার্চ ২০০৯

বিতরণ ঃ

কার্যার্থে ঃ

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।
২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ , ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার.....(সংশ্লিষ্ট)।
৪। উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক.....(সংশ্লিষ্ট)।
৫। জেলা প্রশাসক.....(সংশ্লিষ্ট)।
৬। পুলিশ সুপার.....(সংশ্লিষ্ট)।
৭। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সংশ্লিষ্ট) ও রির্টনিং অফিসার।
৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সংশ্লিষ্ট)
৯। জেলা নির্বাচন অফিসার .....(সংশ্লিষ্ট) ও রির্টানিং অফিসার।
১০। .....ও সহকারী রির্টানিং অফিসার।

জ্ঞাতার্থে ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

(মালিহা নার্গিস)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬৮৬৯৭

গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন অধিশাখা

স্মারক নং-মপবি/ মাপসাপ্র/১২(৩২)/২০০৮/১১১

তারিখ ঃ ২৮ ফাল্গুন ১৪১৫ / ১২ মার্চ ২০০৯

পরিপত্র

বিষয় ঃ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে আচরণ বিধি প্রতিপালন প্রসংগে।

আগামী ১৬ মার্চ, ২০০৯ তারিখ উপজেলা পরিষদের স্থগিত ঘোষিত ভোট কেন্দ্রসমূহের এবং ০৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখ স্থগিত ঘোষিত ০৬টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পুন:ভোটগ্রহণ অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা ২০০৮ এর ১৪ বিধিতে উল্লিখিত বিধানসমূহ পালনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে। উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা ২০০৮ এর ১৪ বিধিতে নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে ঃ

(ক) কোন সরকারী কর্মকর্তা বা স্থানীয় প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(খ) সরকারের কোন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বা সমমর্যাদাসম্পন্ন সরকারী সুবিধাভোগী কোন ব্যক্তি উপজেলা পরিষদ এলাকায় নির্বাচনপূর্ব সময়ের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তবে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হলে তিনি কেবল তাঁর ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যেতে পারবেন।

(গ) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর উপজেলা পরিষদ এলাকায় কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কেউ নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারী যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না এবং অন্য কোন সরকারী সুযোগ ভোগ বা ব্যবহার করতে পারবেন না।

২। আচরণ বিধিমালা বিধৃত উক্ত বিধি অনুসরণকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করেছে।

৩। বর্ণিত অবস্থায়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কোন কর্মকর্তা অথবা সরকারের সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী ব্যক্তিবর্গ যাতে উল্লিখিত উপজেলা পরিষদ এলাকায় সরকারী সফর বা নির্বাচন প্রচারণায় না যান সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্নক সহযোগিতা প্রদানের জন্যও অনুরোধ করা হলো।

(এম আবদুলআজিজ এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণঃ
কার্যার্থে

১। সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব,.....মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।
২। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী।

৪। জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

৫। উপ-নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী।

৬। জেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার, সিরাজগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

৭। পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বেলকুচি, রামগঞ্জ, বরুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, উখিয়া, দিঘীনালা, চৌহালী, গজারিয়া, নান্দাইল, রূপগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, সন্দ্বীপ।

৯। উপজেলা নির্বাচন অফিসার, বেলকুচি, রামগঞ্জ, বরুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, উখিয়া, দিঘীনালা, চৌহালী, গজারিয়া, নান্দাইল, রূপগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, সন্দ্বীপ।

১০। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বেলকুচি, রামগঞ্জ, বরুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, উখিয়া, দিঘীনালা, চৌহালী, গজারিয়া, নান্দাইল, রূপগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, সন্দ্বীপ থানা।

জ্ঞাতার্থে ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৪। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)।

(মালিহা নার্গিস)
উপ-সচিব(মাপসাপ্র)
ফোন-৭১৬৮৬৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন অধিশাখা

স্মারক নং-মপবি/ মাপসাপ্র/১২(৩২)২০০৮/ ১২০

তারিখ ঃ ০১ চৈত্র ১৪১৫ / ১৫ মার্চ ২০০৯

পরিপত্র

বিষয় ঃ জাতীয় সংসদের শুন্য ঘোষিত আসনে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান।

আগামী ০২ এপ্রিল ২০০৯/১৯ চৈত্র ১৪১৫ তারিখে দেশব্যাপী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা সকলের জাতীয় দায়িত্ব।

২। উল্লিখিত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৩। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ তথা সরকারী , আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য হতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠান হতেও প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসার নিয়োগ করা প্রয়োজন হতে পারে। সরকারী, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যককে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ছাড়াও নির্বাচনে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করা হতে পারে । এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি ভোটকেন্দ্র হিসাবে এবং এসব গৃহাদির আসবাবপত্র নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে ০৬ জন উপ-নির্বাচন কমিশনার এবং ০১ জন জেলা নির্বাচন অফিসারকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া ১১ জন জেলা নির্বাচন অফিসার ও ০২জন উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

৪। তাই নির্বাচন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। অতীতেও তাঁরা নির্বাচনের কাজে তাঁদের উপর দায়িত্ব পালন করে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) রয়েছে। এতে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে তিনি তাঁর উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনী দায়িত্ব অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরীরত আছেন বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তিনি তাঁর যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাধান্য পাবে। এমতাবস্থায় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে রিটার্নিং অফিসারের যে কোন নির্দেশ জরুরী ভিত্তিতে পালন করার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন।

৫। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৬ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের একটি আবশ্যিকভাবে পালনীয় দায়িত্ব। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ই এর বিধান অনুযায়ী নির্বাচনী সময়সূচী জারী হওয়ার পর হতে ফলাফল ঘোষণার পর ১৫দিন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতীত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্যত্র বদলী করা যাবে না।

৬। উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১) আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালন করে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা হতে তাঁদের অধীনস্থ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অবিলম্বে নির্দেশ প্রদান ;

(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সরকারী, সরকারী অনুদান প্রাপ্ত ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশ জারী করা ; এবং

(৩) নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ তথা সরকারী , আধাসরকারী ,স্বায়ত্তশাসিত অফিস/ প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহকে তাঁদের যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনের কাজে জড়িত আছেন, নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদেরকে ছুটি প্রদান বা অন্যত্র বদলী করা অথবা নির্বাচনী দায়িত্ব ব্যাহত হতে পারে এমন কোন দায়িত্ব প্রদান হতে বিরত থাকা।

৭। বর্ণিত অবস্থায় , উপরোল্লিখিত নির্দেশনা জারীসহ আনুষাঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-১৫.০৩.২০০৯

(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

স্মারক নং-মপবি/ মাপসাপ্র/১২(৩২)২০০৮/ ১২০ (৩৮৯)

তারিখ ঃ ০১ চৈত্র ১৪১৫ / ১৫ মার্চ ২০০৯

বিতরণ ঃ

কার্যার্থে ঃ

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।
২। মহাপরিচালক , বাংলাদেশ রাইফেলস,ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা।
৪। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ , ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার.....(সংশ্লিষ্ট)।
৬। মহাপরিচালক , মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক.....(সংশ্লিষ্ট)।
৯। পুলিশ সুপার.....(সংশ্লিষ্ট)।
১০। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সংশ্লিষ্ট) ও রির্টনিং অফিসার।
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সংশ্লিষ্ট)
১২। জেলা নির্বাচন অফিসার .....(সংশ্লিষ্ট) ও রির্টানিং অফিসার।
১৩। .....ও সহকারী রির্টানিং অফিসার।

জ্ঞাতার্থে ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

(মালিহা নার্গিস)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬৮৬৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন অধিশাখা

স্মারক নং-মপবি/ মাপসাপ্র/১(১০)/২০০৮/২৮৩

তারিখ ঃ ০২ আষাঢ় ১৪১৬ / ১৬ জুন, ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

বিষয় ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে নিয়োগের নিমিত্ত কর্মকর্তা বাছাইয়ের জন্য সংশোধিত নীতিমালা।

সুত্র ঃ মপবি/ মাপসাপ্র/ ১(১০)/২০০৩-১৪২, তারিখ ঃ ১৯.০৪.২০০৬

বর্তমানে মাঠ প্রশাসনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদায়নের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী হওয়ায় বিশেষ বিবেচনায় ইউএনও ফিটলিষ্টভুক্ত করার নিমিত্ত কর্মকর্তাদের চাকুরীর অভিজ্ঞতার মেয়াদ শিথিলপূর্বক ০৬(ছয়) বছরের পরিবর্তে ০৫(পাঁচ) বছর ০৬(ছয়)মাস করা হলো। চাকুরীর অভিজ্ঞতার মেয়াদ শিথিলকরণের এ আদেশ আগামী ০৬(ছয়) মাসের জন্য বহাল থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৬.০৬.২০০৯
(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

স্মারক নং-মপবি/ মাপসাপ্র/১(১০)/২০০৮/২৮৩ (৭)

তারিখ ঃ ০২ আষাঢ় ১৪১৬ / ১৬ জুন, ২০০৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

১। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
২। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩। যুগ্ম-সচিব(জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

(মালিহা নার্গিস)
উপ-সচিব

মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

প্রজ্ঞাপন

নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩-২০০৫(অংশ-১)/০৫

তারিখঃ ২৫ পৌষ ১৪১২ / ০৮ জানুয়ারি ২০০৬

জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং-এর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩ (অংশ-১)/১১২ তারিখ ৩১ জুলাই ২০০৩ যোগে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/উপমন্ত্রী/সমরূপ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় ।

২। সম্প্রতি জনাব মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, প্রাক্তন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের কারণে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় উপর্যুক্ত বিষয়ে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে সরকার নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব পুনর্বন্টন করেছেন ।

ক্রমিক নং	উপদেষ্টা/ চীফহুইপ/ প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/ উপমন্ত্রী/ সমরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দের নাম	পূর্বতন জেলার নাম	পুনর্বন্টনকৃত জেলার নাম
১।	জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী প্রতিমন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান পাবর্ত্য জেলা ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

৩। ইতিপুর্বে জারিকৃত সংশোধনীসহ উপরোক্ত মূল প্রজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে ।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাঃ/- ০৮.০১.০৬

(এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার)

যুগ্ম সচিব

উপনিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩-২০০৪(অংশ-১)/০৫

তারিখ ঃ ২৫ পৌষ ১৪১২ / ০৮ জানুয়ারী ২০০৬

অনুলিপি ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব (১),
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। মুখ্যসচিব,
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব,
.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।

৪। প্রধান তথ্য অফিসার, পি,আই,ডি,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। বিভাগীয় কমিশনার ,
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট।

৬। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব (১)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

৭। জেলা প্রশাসক,
..... (সকল)।

৮। স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ/ মন্ত্রী/ উপদেষ্টা/ চীফ হুইপ/ মেয়র/ প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/ উপমন্ত্রীগণের একান্ত সচিব।

৯। মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর একান্ত সচিব,
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

স্বাঃ/- ০৮.০১.০৬
(এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার)
যুগ্ম সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

বিষয় ঃ মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/ উপমন্ত্রী/ সমরূপ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য।

সূত্র ঃ ১) প্রজ্ঞাপন নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩(অংশ-১)/১১২, তারিখ- ৩১ জুলাই ২০০৩(প্রতিস্থাপিত)
২) প্রজ্ঞাপন নং-মপবি/মাপ্রস/ ২(১৩৯)/২০০৩(অংশ-১)/১৩৬, তারিখ- ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩,
৩) প্রজ্ঞাপন নং- নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩(অংশ-১)/১৪৯, তারিখ- ০৬ অক্টোবর ২০০৩
৪) প্রজ্ঞাপন নং- মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/ ২০০৩-২০০৪ (অংশ-১)/৫২, তারিখ- ২৮ এপ্রিল ২০০৪,
৫) প্রজ্ঞাপন নং- মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩-২০০৪(অংশ-১)/৬২, তারিখ- ১৮ মে ২০০৪,
৬) প্রজ্ঞাপন নং- মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩-২০০৪(অংশ-১)/৬৯, তারিখ- ০৭ জুন ২০০৪,
৭) প্রজ্ঞাপন নং- মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩-২০০৪(অংশ-১)/১৫৭, তারিখ- ০৮ ডিসেম্বর ২০০৪,
৮) প্রজ্ঞাপন নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩-২০০৪(অংশ-১)/৫৭, তারিখ - ০৫ মে ২০০৫।
৯) প্রজ্ঞাপন নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩-২০০৪(অংশ-১)/১০১, তারিখ - ০৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫
১০) প্রজ্ঞাপন নং- মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩-২০০৫(অংশ-১)/০৫ তারিখঃ ০৮ জানুয়ারী ২০০৬

ক্রমিক নং	মন্ত্রী/ উপদেষ্টা/ চীফ হুইপ/ প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/ উপমন্ত্রী/ সমরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দের নাম	জেলার নাম
১.	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান মন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সিলেট ও মৌলভীবাজার
২.	জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	নরসিংদী
৩.	ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	কুমিল্লা
৪.	ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	নোয়াখালী
৫.	জনাব মতিউর রহমান নিজামী মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	পাবনা
৬.	ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	ঢাকা
৭.	জনাব এম, শামসুল ইসলাম মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	মুন্সীগঞ্জ
৮.	চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	ফরিদপুর
৯.	জনাব এম, কে, আনোয়ার মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	গাজীপুর
১০.	জনাব তরিকুল ইসলাম মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	যশোর
১১.	জনাব শাজাহান সিরাজ মন্ত্রী, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	কুষ্টিয়া
১২.	লেঃ কর্ণেল আকবর হোসেন (অবঃ) মন্ত্রী, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	হবিগঞ্জ
১৩.	বেগম খুরশীদ জাহান হক মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	দিনাজপুর

১৪.	জনাব আবদুলাহ আল নোমান মন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	শরীয়তপুর
১৫.	জনাব মির্জা আব্বাস মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	কিশোরগঞ্জ
১৬.	ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	রাজশাহী ও নওগাঁ
১৭.	আলহাজ্জ্ব আলতাফ হোসেন চৌধুরী মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	নারায়ণগঞ্জ
১৮.	জনাব হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ, বীর বিক্রম মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	পটুয়াখালী
১৯.	ডঃ ওসমান ফারুক মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মানিকগঞ্জ
২০.	জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ মন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	মাদারীপুর
২১.	জনাব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন চীফ হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	রাজবাড়ী
২২.	জনাব সাদেক হোসেন খোকা মেয়র, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	ঝিনাইদহ
২৩.	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান খান (আজাদ) প্রতিমন্ত্রী, এনজিও বিষয়ক	টাঙ্গাইল
২৪.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান (পটল) প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	কুড়িগ্রাম
২৫.	জনাব মোশারেফ হোসেন শাহজাহান প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ভোলা
২৬.	ব্যারিস্টার মুহাম্মদ শাহজাহান ওমর, বীর উত্তম প্রতিমন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ঝালকাঠি
২৭.	বেগম সেলিমা রহমান, প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	গাইবান্ধা
২৮.	জনাব আলমগীর কবির প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	রংপুর
২৯.	জনাব জিয়াউল হক জিয়া প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	লক্ষ্মীপুর
৩০.	জনাব আনোয়ারুল কবীর তালুকদার প্রতিমন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	জামালপুর
৩১.	জনাব আমান উল্লাহ আমান	সাতক্ষীরা

	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
৩২.	অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম প্রতিমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পঞ্চগড়
৩৩.	মেজর (অবঃ) মোঃ কামরুল ইসলাম প্রতিমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	চুয়াডাঙ্গা
৩৪.	জনাব মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	নেত্রকোণা
৩৫.	জনাব সালাহ উদ্দিন আহমদ প্রতিমন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	কক্সবাজার
৩৬.	জনাব ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ বিভাগ	সিরাজগঞ্জ
৩৭.	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রতিমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	ঠাকুরগাঁও ও চাঁদপুর
৩৮	জনাব শাহ্ মুহাম্মদ আবুল হোসাইন প্রতিমন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	বরগুনা
৩৯.	জনাব আ ন ম এহছানুল হক প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	নীলফামারী
৪০.	উকিল আব্দুস সাত্তার ভূঁঞা প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪১.	জনাব মিজানুর রহমান সিনহা প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	ময়মনসিংহ
৪২.	এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	নড়াইল
৪৩.	জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী প্রতিমন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
৪৪.	অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা	ফেণী
৪৫.	জনাব বরকত উল্লা বুলু উপদেষ্টা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	মাগুরা
৪৬.	এ্যাডঃ শেখ তৈয়বুর রহমান মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন	খুলনা
৪৭.	জনাব মিজানুর রহমান মিনু মেয়র, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৪৮.	এডভোকেট মোঃ মুজিবুর রহমান সারোয়ার মেয়র, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	বরিশাল

৪৯.	জনাব শহীদুল হক জামাল হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	পিরোজপুর
৫০.	জনাব মোঃ জাহেদ আলী চৌধুরী হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	শেরপুর
৫১.	জনাব ফজলুল হক (আছপিয়া) হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	সুনামগঞ্জ
৫২.	জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	বাগেরহাট
৫৩.	জনাব রেজাউল বারী ডিনা হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	জয়পুরহাট ও বগুড়া
৫৪.	জনাব আসাদুল হাবিব দুলু উপমন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	লালমনিরহাট
৫৫.	এডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার (দুলু) উপমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	নাটোর
৫৬.	জনাব মোঃ আব্দুল সালাম পিন্টু উপমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	গোপালগঞ্জ ও মেহেরপুর
৫৭.	জনাব মনি স্বপন দেওয়ান উপমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পার্বত্য রাঙ্গামাটি
৫৮.	জনাব আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী জাতীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-৮	চট্টগ্রাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৪৪)/২০০৩-২০০৭/১০৬

তারিখ ঃ ২৫ আষাঢ় ১৪১৪ / ০৯ জুলাই ২০০৭

পরিপত্র

বিষয় ঃ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে ।

সূত্র ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র নং-মপবি/মাপ্রস/২(১১৫)/বিবিধ/৯৯-২০০২/৬৯৯, তারিখ ঃ ২৪ ডিসেম্বর ২০০২ ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পরিপত্রের ২ নং অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো ঃ

"চাকুরির ১০(দশ) বছর পূর্ণ হয়েছে এমন কর্মকর্তা যদি ঢাকায় সরকারী বাসায় বসবাসকারী হন, তবে তাকে ঢাকার বাইরে বদলী করা হলে এবং উক্ত কর্মকর্তা ন্যূনতম ২ (দুই) বছর তার বদলীকৃত স্টেশনে কাটিয়ে ঢাকায় পুনঃবদলী হয়ে এলে বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এরূপ কর্মকর্তাকে সরকারী বাসা বরাদ্দ প্রদান করবে। এই শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য কতিপয় বাসা প্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে রাখা যেতে পারে। ঢাকায় **'বরাদ্দকৃত বাসার বাস্তব দখল বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত'** ঢাকায় পুনঃবদলীকৃত উক্ত কর্মকর্তা বর্তমানে প্রাপ্ত বাড়ীভাড়া ভাতার দ্বিগুণ হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবেন।"

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ মশিউর রহমান)
যুগ্মসচিব
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৪১

বিতরণ ঃ

১। মুখ্য সচিব
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়,
পুরাতন সংসদ ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা।

২। কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল বাংলাদেশ,
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়,
৪, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা ।

৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,
.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।

একই স্মারক এবং তারিখের স্থলাভিষিক্ত হইবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ/০৫ আগষ্ট ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৩৯)/২০০৩(অংশ-১)/১৩৮-চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও পুণর্বাসন কাজে তদারকি এবং স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা, সমাজসেবীসহ সর্বস্তরের জনগণকে উক্ত কার্যক্রমে অধিকতর সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে দূর্গত জেলাগুলোতে মাননীয় উপদেষ্টাদের মাঝে সরকার নিম্নরূপ দায়িত্ব বন্টন করিল ঃ

ক্রমিক নং	উপদেষ্টার নাম ও দপ্তর	সংশ্লিষ্ট জেলার নাম
১.	ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়।	সাতক্ষীরা, নড়াইল, বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর, মাগুরা ও ঝিনাইদহ।
২.	ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, চুয়াডাঙ্গা ও নাটোর।
৩.	মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি (অবঃ) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও ফেণী।
৪.	জনাব তপন চৌধুরী বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	শেরপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইল।
৫.	বেগম গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও মানিকগঞ্জ।
৬.	ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সিলেট ও সুনামগঞ্জ।
৭.	জনাব আইয়ুব কাদরী শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ।
৮.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।	ঢাকা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর।
৯.	ড. চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা ও নীলফামারী।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
আলী ইমান মজুমদার
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৬৫)/২০০৯/৭১

তারিখ ঃ ২৫ ফাল্গুন ১৪১৫ / ০৯ মার্চ ২০০৯

বিষয় ঃ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি পুনর্গঠন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণের সঙ্গে আলোচনা পূর্বক স্থানীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন করে কমিটি পুনর্গঠনকরতঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ শাহ্ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৮৩৯৬

কার্যার্থে ঃ

১। জেলা প্রশাসক (সকল)।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

জ্ঞাতার্থে ঃ

১। সচিব,

----------মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

২। বিভাগীয় কমিশনার

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ।

জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-মপবি-মাপ্রস/২(৪৯)/২০০৮(অংশ-২)/৭৭

তারিখ ঃ ০৯ চৈত্র ১৪১৫ / ২৩ মার্চ ২০০৯

বিষয় ঃ উপজেলা পর্যায়ে উদযাপিত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান/উৎসব উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সালাম গ্রহণ সংক্রান্ত ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৮.০৪.১৯৮৭ তারিখের মপবি-৫/১/৮৩-বিধি/৯৬ নং স্মারক অনুযায়ী জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় পতাকা বিধির চতুর্থ অনুচ্ছেদ মোতাবেক উপজেলা পর্যায়ে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং সরকার ঘোষিত অন্য যে কোন দিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সালাম গ্রহণ করা হবে (কপি সংযুক্ত)।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁর আওতাধীন জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ শাহ্ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিভাগীয় কমিশনার,
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট।

অনুলিপি ঃ

১। সচিব, [তাঁর মন্ত্রণালয়ের ১৬.০৩.০৯ তারিখের স্বঃমঃ/(প্রঃ৩)/জাউ-২/২০০৯/২৫২ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে]
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

২। সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
সরকারী পরিবহণ পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-মপবি/মাপ্রস/২(৩০)/৮৯-২০০৯/১২৫

তারিখ ঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ / ২৫ মে ২০০৯

বিষয় ঃ গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণ পরিহারপূর্বক মূল সদস্য উপস্থিত থাকা প্রসংগে।

সূত্র ঃ রাকা/জন/প্রঃ/৮-৩২/২০০৮-১৬৩, তারিখ ঃ ১০.০৫.০৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহে মূল সদস্য প্রেরণ না করে হয়ে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ক্রমেই এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে করে মাঠ পর্যায়ে সকল বিভাগে যথার্থ সমন্বয়ের অভাবে সরকারী নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ সভায় মূল প্রতিনিধি না থাকায় সভার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে।

২। এমতাবস্থায়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণ পরিহারপূর্বক মূল সদস্য উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ শাহ্ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৮৩৯৬

সচিব
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

অনুলিপি ঃ

১। সচিব
জন বিভাগ
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২। বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-মপবি/মাপ্রস/২(৬১)/(অংশ-১)/২০০৮/১৮৯

তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৬ / ২৩ জুন ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ২৪(৩) ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিষয়ে কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরামর্শ প্রদান ও নির্দেশিকা জারির উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত ভাবে কমিটি গঠন করা হইল ঃ

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
(২)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
(৫)	সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৯)	সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	সচিব, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪)	সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫)	যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য সচিব

২। কমিটি উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ২৪(৩) ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কাছে সরকারের যে সকল বিষয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারী হস্তান্তর করা হইবে নতুন প্রেক্ষিতে তাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরামর্শ প্রদান এবং নির্দেশিকা জারীর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৩। কমিটি প্রয়োজন বোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারিবেন।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোঃ মশিউর রহমান)
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৪১

বিতরণ ঃ (সংশ্লিষ্ট সকল)

নং-মপবি/মাপ্রস/২(৬১)/(অংশ-১)/২০০৮/১৮৯

তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৬ / ২৩ জুন ২০০৯

অনুলিপি ঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব,
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা। (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৭৩)/২০১০/৭৭

তারিখ ঃ ০২ চৈত্র ১৪১৬ / ১৬ মার্চ ২০১০

প্রজ্ঞাপন

গাজীপুর জেলার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ব্যাপক শিল্পায়ন, অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (কেপিআই), উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব ইজতেমা, যোগাযোগ, আইন-শৃংখলা, সংসদীয় আসন ইত্যাদি বিবেচনায় **"গাজীপুর জেলাকে বিশেষ ক্যাটাগরী"** জেলায় উন্নীত করা হলো।

২। প্রাপ্য ক্যাটাগরী অনুযায়ী জনবল ও অন্যান্য সুবিধাদি সংক্রান্ত কার্যাদি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পন্ন করবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান)
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৪১।

উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়,
মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,
তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

নং-মপবি/মাপ্রস/২(১৭৩)/২০১০/৭৭

তারিখ ঃ ০২ চৈত্র ১৪১৬ / ১৬ মার্চ ২০১০

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) ঃ

১। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ।
৩। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
৬। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
৭। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-মপবি/মাপ্রস/৮(৫৮)/৮৬-২০০৮/৭৬

তারিখ ঃ ১৫ এপ্রিল ২০০৮ / ০২ বৈশাখ ১৪১৫

পরিপত্র

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন সরাসরি সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জেলা প্রশাসকগণ তাঁর এলাকার সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ না করে সরাসরি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করছেন। ফলে বিষয়গুলো নিষ্পত্তিতে অহেতুক কালক্ষেপন হচ্ছে। জেলা প্রশাসকগণ নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সমস্যাদি চিহ্নিত করে সরাসরি সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ পূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুলিপি প্রেরণ করলে বিষয়গুলো দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। শুধুমাত্র জরুরী এবং স্পর্শকাতর বিষয়গুলি সরাসরি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুলিপি দেয়া যেতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়ে সংশিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

(মোঃ মশিউর রহমান)
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৪১

জেলা প্রশাসক,
.....(সকল)।

অনুলিপি ঃ

বিভাগীয় কমিশনার,
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-মপবি/মাপ্রস/২(৬১)/(অংশ-১)/২০০৮-১০/১০৫

তারিখঃ ২৫ চৈত্র ১৪১৬ / ০৮ এপ্রিল ২০১০

পরিপত্র

বিষয় ঃ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তকরণ প্রসংগে।

উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিষয়ে কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরামর্শ প্রদান ও নির্দেশিকা জারির উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হলো।

(মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান)
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৪১

বিতরণ ঃ

১। সচিব,----------মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল)।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ এপ্রিল ২০১০/ ০৫ বৈশাখ ১৪১৭

নং-মপবি/মাপ্রস/২(৫১)/(অংশ-১)/৯৩-২০১০/১১৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-৫৯১৬/০৮ এর ১৪.০৫.২০০৯ তারিখের রায়ের নির্দেশনার আলোকে মহিলাদের প্রতি যৌন নিপীড়নের বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ে সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

১। কমিটির গঠন ঃ

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ের কমিটি

(১)	বিভাগীয় কমিশনার	আহবায়ক
(২)	উপ-মহাপরিদর্শক, পুলিশ	সদস্য
(৩)	পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(৪)	প্রতিনিধি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	প্রতিনিধি, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
(৬)	উপ-পরিচালক, শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
(৭)	বিভাগীয় সদরে অবস্থিত সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ	সদস্য
(৮)	এনজিও প্রতিনিধি ২ জন(বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

(খ) জেলা পর্যায়ের কমিটি

(১)	জেলা প্রশাসক	আহবায়ক
(২)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৩)	সিভিল সার্জন	সদস্য
(৪)	উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা	সদস্য
(৫)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
(৭)	জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ	সদস্য
(৮)	জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	সদস্য
(৯)	এনজিও প্রতিনিধি ২ জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

(গ) উপজেলা পর্যায়ের কমিটি

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
(২)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট থানা)	সদস্য
(৪)	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
(৫)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার	সদস্য
(৭)	উপজেলা সদরে অবস্থিত সরকারি মহিলা কলেজের/ বেসরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ	সদস্য

(৮) উপজেলা সদরে অবস্থিত সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়/ বেসরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা — সদস্য

(৯) এনজিও প্রতিনিধি ২ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) — সদস্য

২। **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(১) কমিটি মহামান্য আদালতের রায়ের আলোকে যৌন নিপীড়নের বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত সম্পাদন, গৃহীতব্য পদক্ষেপের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(২) কমিটি মহামান্য আদালতের রায়ে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে দায়িত্ব পালন করবে।

(৩) কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন/সুপারিশমালা প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৪) কমিটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রেরণ করবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান)
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৪১।

বিতরণ ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। সচিব/সদস্য,

.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।

৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।

৬। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা। তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যার অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশ করে ১০০০(এক হাজার) কপি জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৭। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-০৪.৫১২.০২৩.০০.০০.০০১.২০১০-১৩৩, তারিখ ঃ ০৫ মে, ২০১০/২২ বৈশাখ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

পরিপত্র

বিষয় ঃ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের কর্মসূচিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক দিবসসমূহে মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরে সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কখনো কখনো কর্মকর্তাগণ জাতীয় দিবসসমূহকে সরকারি ছুটির দিনের মত ভোগ করে থাকেন। এটি অনাকাংখিত এবং অনভিপ্রেত। জাতীয় দিবসসমূহে সরকারি কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে স্বল্পতার কারণে সরকারি কর্মসূচির বিঘ্ন ঘটে থাকে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় দিবসসমূহ পালনের ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেও সমস্যা সৃষ্টি হয়।

২। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসের অনুষ্ঠানসমূহে আমন্ত্রিত সকল সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতি আবশ্যক। শারীরিক অসুস্থতা অথবা অপরিহার্য কাজে ব্যস্ততার কারণে উল্লিখিত অনুষ্ঠানসমূহে যোগদানে অপারগ হলে অনুষ্ঠানের পূর্বেই যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।

৩। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসের অনুষ্ঠানসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরে আমন্ত্রিত সকল সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

(মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান)
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৪১।

বিতরণ ঃ

১। সচিব,
----------মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১০-১৭১

তারিখঃ ১৪ আষাঢ় ১৪১৭ / ২৮ জুন ২০১০

প্রজ্ঞাপন

পুলিশ বিভাগের যানবাহনের প্রাপ্যতা নির্ধারণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ভাবে কমিটি গঠন করা হলো ঃ

(ক)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	সভাপতি
(খ)	সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(ঘ)	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ)	যুগ্ম সচিব (পুলিশ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) কি কাজে কি ধরণের যানবাহন ব্যবহার করা হবে;
(২) কোন ইউনিট কি ধরণের গাড়ী ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রাপ্যতা কেমন হবে;
(৩) নিয়মিত প্রাপ্যতার অতিরিক্ত জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য কি ধরণের যানবাহন প্রয়োজন;
(৪) ভিআইপি, জনপ্রতিনিধি, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রটোকল কাজে কি যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;
(৫) অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(এন এম জিয়াউল আলম)
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৪১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) ঃ

১। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ।
৩। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪। যুগ্ম সচিব (পুলিশ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৫। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১০-১৭৪

তারিখঃ ১৪ আষাঢ় ১৪১৭ / ২৮ জুন ২০১০

প্রজ্ঞাপন

সীমান্ত হাট ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও বিশেষ পরিচয় পত্র ইস্যু করার ক্ষমতা জেলা প্রশাসকগণকে অর্পণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারীর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করার নিমিত্ত নিম্নোক্ত ভাবে কমিটি গঠন করা হলো ঃ

(ক)	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
(খ)	যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(গ)	যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

২। কমিটি প্রয়োজনে আরও সদস্য অন্তর্ভূক্ত করতে পারবে।

৩। কমিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ, MOU এর বিধান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা পূর্বক আগামী ১০ দিনের মধ্যে সুপারিশ পেশ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোঃ শাহ্ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিতরণ ঃ

১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৩। যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৪। যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৫। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

একই তারিখ ও স্মারক নম্বরে স্থলাভিষিক্ত হবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১০-১৮২

তারিখঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৭ / ০৫ জুলাই ২০১০

প্রজ্ঞাপন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৮ জুন ২০১০ তারিখের ০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১০-১৭৪ নং প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে সীমান্ত হাট ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও বিশেষ পরিচয় পত্র ইস্যু করার ক্ষমতা জেলা প্রশাসকগণকে অর্পণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারীর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করার নিমিত্ত গঠিত কমিটির গত ০১.০৭.১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবকে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(ফাতেমা রহিম ভীনা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিতরণ ঃ

১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৬। উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়,
মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।
৭। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০০৪.২০১০-২৫০

তারিখ ঃ ১৫ আশ্বিন ১৪১৭ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০

বিষয় ঃ চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী জেলাকে ক্যাটাগরী - I জেলায় উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং-০০.২৬২.০১৮.১৪.০৫.০০১.২০১০-৪১৯, তারিখ ঃ ০৮.০৭.২০১০।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কক্সবাজার জেলা নবগঠিত পেকুয়া উপজেলাসহ বর্তমানে ০৮টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আশুগঞ্জ ও বিজয়নগর উপজেলাসহ বর্তমানে ০৯টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। নোয়াখালী জেলা সূবর্ণচর, সোনাইমুড়ী ও কবিরহাট উপজেলাসহ বর্তমানে ০৯টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯.০১.১৯৮৪ তারিখের CD/DA-III/10(1)-84-15 নং Office Memorandum অনুযায়ী কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী জেলা ক্যাটাগরী-II থেকে ক্যাটাগরী-I এ উন্নীত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী জেলায় ক্যাটাগরী-I জেলার সেট-আপ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-৩০.৯.১০
(মোঃ শাহ্ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৮৩৯৬

সচিব,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি ঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার,
চট্টগ্রাম।

২। জেলা প্রশাসক,
কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী।